



313132 - যবে নারী হায়যে থকে পবত্ৰ হওয়ার ব্যাপারে নশ্চতি না হয়ে গোসল করে ফলেছে; এরপর ফজররে আগে নশ্চতি হয়ে রোযা রেখেছে ও নামায পড়ছে; কন্তু পুনরায় গোসল করেনি

প্রশ্ন

সে নারী পবত্ৰিতার ব্যাপারে নশ্চতি না হয়ে প্রথম রাতে গোসল করে ফলেছে। তার প্রবল ধারণা হয়েছে যে সে পবত্ৰি হয়ে গেছে। ফজররে আগে সে পবত্ৰিতার ব্যাপারে নশ্চতি হয়ে রোযা রেখেছে ও নামায পড়ছে; কন্তু পুনরায় গোসল করেনি। তার রোযা ও নামায কিসহি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

নীচরে দুটো আলামতরে কোন একটরি মাধ্যমে হায়যে থকে পবত্ৰি হওয়া জানা যায়:

১। সাদা স্রাব নরিগত হওয়া। সটো হচ্ছ স্বচ্ছ পানি; নারীরা যে পানটি চনি থাকে।

২। স্থানটি সম্পূর্ণরূপে শুকিয়ে যাওয়া। অর্থাৎ স্থানটির ভেতরে যদি কটন বা এ জাতীয় অন্য কিছু রাখা হয় তাহলে পরষিকার বরিয়ে আসে। কটনরে মধ্যে রক্তরে দাগ, হলদেটে বা লালচে দাগ থাকে না।

নারীর উচতি গোসল করার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া না করা; যাতে করে পবত্ৰি হওয়ার ব্যাপারে নশ্চতি হতে পারে।

ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন:

হায়যের আগমন ও প্রস্থান শীর্ষক পরচ্ছদে। নারীরা আয়শো (রাঃ) এর কাছে ন্যাকড়ার থলটি পাঠাত; যে ন্যাকড়াত হলেদটে পানি থাকত। তখন তিনি বলতনে: তোমরা তাড়াহুড়া করো না; যতক্ষণ পর্যন্ত না সাদা স্রাব দেখতে পাও। তিনি এর দ্বারা উদ্দেশ্য করেছেন: হায়যে থকে পবত্ৰিতা। যায়দে বনি ছাবতেরে ময়েরে কাছে খবর পৌঁছেছে যে, নারীরা রাতে বলোয় পবত্ৰিতা পরীক্ষা করে দেখার জন্য চরোগ চয়ে পাঠাত। তখন তিনি বললনে: আগরে নারীরা তো এভাবে করতনে না। তিনি তাদরে এ কর্মরে সমালোচনা করলনে।"[সমাপ্ত]



দুই:

যদি কোন নারী ফজররে আগে তার পবিত্র হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিতি হয় তাহলে তার উপর রোযা রাখা আবশ্যিক হবে।

আর যদি পবিত্রতার ব্যাপারে নিশ্চিতি না হন তাহলে তার রোযা সহি হবে না; এমনকি যদি ধরে নেয়া হয় যে, সারাদিনে তার থেকে কোন কিছু নির্গত হয়নি তবুও। কেননা হয়যে বন্ধ হয়ে গেছে এ ব্যাপারে নিশ্চিতি হওয়া ছাড়া রোযার নয়িত করা শুদ্ধ নয়।

তনি:

যদি কোন নারী পবিত্রতার ব্যাপারে নিশ্চিতি না হয়ে প্রথম রাত্ৰতি গোসল করে ফলে; এরপর ফজররে আগে পবিত্রতার ব্যাপারে নিশ্চিতি হন এবং পুনরায় গোসল না করে রোযা রাখেন ও নামায পড়েন তাহলে তার রোযা সহি হবে; কিন্তু নামায সহি হবে না। কারণ রোযার জন্য কেবল হয়যেরে রক্ত বন্ধ হওয়া শর্ত; যদি গোসল নাও করে। কিন্তু নামাযের জন্য অবশ্যই গোসল করতে হবে। আর হয়যেরে রক্ত বন্ধ হয়েছে কনি এ ব্যাপারে সন্দেহ থেকে যাওয়ার কারণে তার প্রথম গোসল শুদ্ধ নয়।

"মুনতাহাল ইরাদাত" গ্রন্থে (১/৫২) বলেন: "হয়যে ও নফিসরে গোসল করার জন্য শর্ত হল এ দুটো থেকে অবসর হওয়া।" অর্থাৎ হয়যে ও নফিস বন্ধ হওয়া। যহেতে এ দুটো চলমান থাকাটা গোসলরে সাথে সাংঘর্ষকি"।[সমাপ্ত]

"কাশশাফুল ক্বনি" গ্রন্থে (১/১৪৬) গোসল ফরয হওয়ার কারণগুলো সম্পর্কে বলেন: "পঞ্চম কারণ হল: হয়যে নির্গত হওয়া"। দলিল হচ্ছে ফাতমি বনিতে আবি হুবািশ (রাঃ)কে লক্ষ্য করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে বাণী: "(হয়যে) যখন চলে যাবে তখন গোসল করে নামায পড়বে"।[মুত্তাফাকুন আলাইহী]

এবং তিনি উম্মে হাবিবি (রাঃ), সাহলা বনিতে সুহাইল (রাঃ) ও হামনা (রাঃ) প্রমুখ নারীদেরকে এ নির্দেশে দিয়েছেন। এবং এর পক্ষযে সমর্থন রয়েছে আল্লাহ্‌তাআলার এই বাণীতে: "তারপর তারা যখন প্রকৃষ্টভাবে পবিত্রতা অর্জন করবে তখন তাদের কাছে যাও।" [সূরা বাক্বারা, আয়াত: ২২২] অর্থাৎ তারা যখন গোসল করবে। এখানে স্ত্রী গোসল করার আগে স্বামীকে সহবাস করতে বারণ করা হয়েছে। এর থেকে প্রমাণ হয় যে, গোসল করা ওয়াজবি। কারণরে সাথে বধিনকে সম্পৃক্ত করার হতুবশতঃ রক্তপাত শুরু হওয়ার মাধ্যমই গোসল ফরয হয়েছে। আর রক্তপাত বন্ধ হওয়া গোসল শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত।[সমাপ্ত]

আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞঃ।